

20032 - রোয়া রেখে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ হওয়ার হ্রকুম?

প্রশ্ন

আমি রোয়া রেখে আমার স্বামীকে “আমি আপনাকে ভালোবাসি” বলা কি জায়েয়? আমার স্বামী প্রত্যাশা করেন যে, আমি রোয়ার মধ্যে তাকে বলব: ‘আমি তাকে ভালোবাসি’। আমি তাকে বলেছি যে, এটি জায়েয় নেই। তিনি বলেন যে, এটি জায়েয় আছে।

প্রিয় উত্তর

রোয়া অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কিংবা স্ত্রী তার স্বামীর সাথে কথাবার্তার মাধ্যমে অন্তরঙ্গ হতে দোষের কিছু নেই। তবে শর্ত হলো তারা বীর্যপাত করা থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করা। যদি তারা নিজেদেরকে বীর্যপাত হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ মনে না করেন; যেমন কেউ যদি তীব্র উত্তেজনার অধিকারী হন এবং স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হলে বীর্যপাত করার মাধ্যমে নিজের রোয়া নষ্ট করার আশংকা করেন; তাহলে তার জন্য এটি জায়েয় হবে না। যেহেতু এটি তার রোয়াকে নষ্ট করার সম্মুখীন করবে। একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি ময়ী (কামরস) বের হওয়ার আশংকা করেন।[আল-শারহুল মুমতি (৬/৩৯০)]

যে ব্যক্তি বীর্যপাত করবেন না মর্মে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন তার জন্য চুম্বন করা ও অন্তরঙ্গ হওয়া জায়েয় হওয়ার পক্ষে দলিল হচ্ছে সহিহ বুখারী (১৯২৭) ও সহিহ মুসলিমে (১১০৬) কর্তৃক আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিস যাতে তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোয়া রেখে চুম্বন করতেন এবং ঘনিষ্ঠ হতেন। তিনি ছিলেন তার যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে সর্বাধিক সন্তুষ্য ব্যক্তি”।

সহিহ মুসলিমে (১১০৮) আমর বিন সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেছেন যে, রোয়াদার কি চুম্বন করবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইনাকে (উম্মে সালামাকে) জিজ্ঞেস কর। তখন উম্মে সালামা জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি করতেন।

শাহী উচ্চাইমীন (রহঃ) বলেন: চুম্বন ছাড়া সহবাসের আহ্বায়ক অন্য যা কিছু আছে; যেমন জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি সেগুলোর হ্রকুমও চুম্বনের হ্রকুমের মত; কোন পার্থক্য নেই।[আল-শারহুল মুমতি (৬/৪৩৪) থেকে সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে আপনি আপনার স্বামীকে নিছক আপনি তাকে ভালোবাসেন বলাতে কিংবা তিনি আপনাকে এমন কিছু বলাতে রোয়ার কোন ক্ষতি হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।